Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 681 - 688
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লোকসংস্কৃতি ও শ্রেণি-চেতনা

ড. আজাজুল আলি খান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল
Email ID : ajajulaliajajul91@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Folklore, Class-Consciousness, Culture, Class, Historical Dialectic, Religion, Sociology, Social Science, Arunkumar Roy, Marxism, Lokayata.

Abstract
The word 'folk' in folklore has a special meaning. The 'folk' of folklore consists of the common people or more precisely the people of a cohesive society. Folklore cherishes group traditions; But not stagnant. Changes in production systems and social relations affect folk culture. But folk culture has a distinct historical character – which sets it apart from other cultural streams. Folk culture has a universal character – presenting to us a universal pattern of origin, evolution and overall creation of human society. Hence folk culture is called 'folk science'. Civilization is built on the foundation of folk society. The same applies to classic literature. Where is the lump in our folklore studies? It has become necessary to find an answer as to why a collective and spontaneous culture like folklore has gone astray in a tangle of extreme nationalism, religious bigotry, devotion and spirituality without instilling a sense of 'We the people'. I would like to present here a proposal by eminent folklorist Arunkumar Roy on the manner in which folk culture should be practiced. Arunkumar Roy proposed the practice of folk culture in the light of Marxian dialectic and historical materialist consciousness. Beyond religion, gotra, caste, he wants to judge folklore from the point of view of 'class'. So, he goes back to that primitive human society in the judgment of folklore -- to find the link between the present and the future.

Discussion

লোকসংস্কৃতির ‘লোক’ শব্দটি বিশেষ অর্থবাহী। একটি সংহত সমাজের সাধারণ মানুষ বা আরও স্পষ্ট করে বললে লোকায়ত মানুষকে নিয়ে গঠিত লোকসংস্কৃতির ‘লোক’। লোকায়ত অর্থাৎ ‘লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ’ – যা সাধারণ লোকের দর্শন। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এই দর্শন লোকসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে তার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। লোকসংস্কৃতি গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যলালিত; কিন্তু স্থবির নয়। উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক চরিত্র আছে – যা তাকে অন্যান্য সাংস্কৃতিক জঁর থেকে আলাদা করে দেয়। আজকাল হরেক কিসিমের সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকে গুলিয়ে ফেলার একটা বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করছি। 'পপুলার কালচার' বা 'মাস কালচার' এবং আরও অন্যান্য পুঁজিবাদী ও বাজার সর্বস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকেও এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে – বিভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করে (বিশেষ করে উত্তর-আধুনিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-গঠনবাদ, বিনির্মাণবাদ ইত্যাদি তত্ত্ব) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গবেষণাও করছেন এই বিষয়ে![১] এর বিপজ্জনক ফল হল এতে লোকসংস্কৃতির বিশেষ ঐতিহাসিক চরিত্রটি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আর লোকসংস্কৃতির 'সংস্কৃতি' শব্দটি সম্পর্কে বলতে চাই, আজও অনেকেই মনে করেন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত যে 'সংস্কৃতি' তা আসলে অনভিজাত, স্থূল, প্রাকৃত অর্থাৎ নীচুদরের গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট সংস্কৃতি! দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালচার' বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য, ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি। বিশিষ্ট গবেষক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন -

> "একান্ত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য যে স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম ও তার ফলশ্রুতি তাকে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] culture বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্যই 'কৃষ্টি' শব্দে তাঁর বিরাগ, 'সংস্কৃতি' শব্দে অনুরাগ।"[২]

অথচ কালচার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে আমরা দেখতে পাবো এর মধ্য দিয়ে 'ভূমি চাষ করা যেমন বুঝায়, তেমনি বুঝায় বীজের সংস্কারসাধন, তেমনি বুঝায় মানুষের জীবনভূমির চাষ, আত্মোন্নতিসাধন, শিল্প-সাহিত্যাদির চর্চা, refinement ইত্যাদি সমস্তই।'[৩] আমাদের মনে পড়ে যাবে কবি রামপ্রসাদের সেই অমর লাইন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ জানো না। এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'। ফলে কৃষিক্ষেত্র বলুন আর মানবজমিনই বলুন দুটোকেই আবাদ করতে হয়, আর তাতেই ফসল ফলে। দুটোই সংস্কৃতির অঙ্গ। মানবসমাজের কাছে দুই-ই সমান মূল্যবান। তাই লোকসংস্কৃতি আর তথাকথিত অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে দেওয়াল তুলে বিভাজন তৈরি করা মানে মানবসমাজের সামগ্রিক বিকাশ ও সৃষ্টিকে খণ্ডিত করা। সাংস্কৃতিক 'আভিজাত্য' আসলে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী মানুষের তৈরি করা অবধারণা – যা মানবজীবনের অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তাকে খণ্ডিত করে।

প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই। লোকসংস্কৃতি একটি সংহত সমাজের সামগ্রিক বা লোকসমাজের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যলালিত সৃষ্টি। একথা সত্য। কিন্তু লোকসংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন চরিত্র আছে – যা মানব-সমাজের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও সামগ্রিক সৃষ্টির একটি সর্বজনীন পদ্ধতিকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে। এইজন্য লোকসংস্কৃতিকে 'লোকবিজ্ঞান' বলা হয়। লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র গড়ে উঠেছে। আদিম সমাজের মাতৃকাতন্ত্র, উর্বরাতন্ত্র, জাদুবিশ্বাস, টোটেম ও ট্যাবু, দেবদেবীতত্ত্ব, লোককাহিনির বিভিন্ন মোটিফ ও ইনডেক্স জনিত ধারণা লোকসংস্কৃতি বিচার ও বিশ্লেষণের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিতে সমর্থ হয়েছে। ফলে লোকসংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞান-চর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। বলাবাহুল্য উর্বরাতন্ত্র, মাতৃকাতন্ত্র, জাদুবিশ্বাস জনিত লোকাচার বা লোকবিশ্বাস কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোষ্ঠীর সমাজ-বাস্তবতাকেই তুলে ধরে না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানব সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের বাংলায় প্রচলিত অনেক ব্রতকথার সঙ্গে আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকায় প্রচলিত ব্রতকথার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। লোকায়ত দেব-দেবীর উদ্ভবের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এমনকি লোকসাহিত্যের কিছু সাধারণ মোটিফ সারা পৃথিবীর লোকসাহিত্যে 'common'। এটা কাকতালীয় কোনো ঘটনা না, এর পেছনে লোকবিজ্ঞানের একটি বিশ্বজনীন সত্য আছে – যা দেশ-কালের ভৌগোলিক গণ্ডিকে ছাপিয়ে যায়। মানবসমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন অভিমুখকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। লোকসংস্কৃতি তাই বিশ্বজনীন সংস্কৃতি।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৭৫ সালে দিল্লিতে সাহিত্য একাডেমি আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয় ছিল 'দক্ষিণ এশিয়ায় রামায়ণের ঐতিহ্য'। এই আলোচনাচক্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। বিষয় ছিল : 'The Ramayana : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus'.[৪] এই নিবন্ধে সুনীতিকুমারের একটি অন্যতম প্রতিপাদ্য ছিল,

> "রামায়ণ কোনোভাবেই একশৈলজ (monolithic) নয়। বহুকাল ধরে প্রচলিত বেশকিছু লোককথার কাহিনীরেণুর অন্তর্গত বিভিন্ন অভিপ্রায়কে (motif) এর মধ্যে কালপ্রভাবে মিশ্রিত হতে দেখা গেছে। এই মিশ্রণেরই রূপান্বিত পরিণতি হল রামায়ণ।"[৫]

এমনকি সুনীতিকুমার রামায়ণ মহাকাব্যে ইলিয়াদ মহাকাব্যের অনেক মিল দেখিয়েছিলেন উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ। আসলে মিথ-লিজেণ্ড-টেল (myth-legend-tell)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র গোষ্ঠীগত প্রকল্পনা দিয়ে বা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বা কোনো 'কৌম' কেন্দ্রিক সংস্কার দিয়ে লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত জগতকে সর্বদা ধরা যায় না। কিন্তু ইদানিং এইরকম একটি অন্ধ জাতীয়তাবাদী প্রবণতা লোকসংস্কৃতি-চর্চায় লক্ষ করছি। একটি গোষ্ঠীর বা কৌমের সমাজ-বাস্তবতাকে বিচার করা হচ্ছে মানবসমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে তাকে আলাদা করে। ফলে গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করার নামে অমর্ত্য সেন যাকে বলেছেন 'সভ্যতার ঘেরাটোপ'-এ তাকে আটকে ফেলা হচ্ছে।[৬] আর সভ্যতার এই বন্দিদশা-ই 'অপর'-এর ধারণা তৈরি করে 'হিংসা', 'ঘৃণা' আর 'বিদ্বেষ'– এর জন্ম দেয়। লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পাঠ-পদ্ধতি আর তার বিশ্বজনীনতা মানুষকে সংকীর্ণ পরিচিতি-সত্তার বাইরে বের করে একটি বৃহত্তর মানবসমাজের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। আজকে সারা পৃথিবীতে যেভাবে অন্ধ ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে মনে হয় লোকসংস্কৃতিকে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা যে প্রকল্পিত জাত্যাভিমানে প্রতিবেশীকে শত্রু বানিয়ে লড়াই করতে উদ্যত হচ্ছে মানুষ, লোকসংস্কৃতির চর্চা সেই উগ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতার শেকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য মানবসমাজে একটি প্রগতিশীল ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। সারা পৃথিবীর লোকসাহিত্য থেকে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেখানে লোকসাহিত্য বর্ণবাদী সমাজ-ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের বৈষম্য বা সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে আমাদের গ্রামবাংলার লোককবিদের রচিত পল্লীগীতিকাগুলি – যেখানে ধর্মবিযুক্ত প্রেমকে বড়ো করে তুলে ধরা হয়েছে। 'শ্যামরায়ের পালা', 'আঁধারবধূর পালা' প্রভৃতিতে নায়িকারা প্রেমের জন্য সমাজ-সংস্কার সবকিছু ত্যাগ করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে সামন্তবাদী বা দরবারী সাহিত্যে উলটো ছবি আমরা দেখি – সেখানে পিতৃতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা নায়িকারা! এই পল্লীগীতিকার নায়িকাদের সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন -

> "সে বুঝিয়াছে প্রেম জিনিসটা খাঁটি সোনা, তাহার কাছে পুরোহিতের মন্ত্র, সামাজিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে সেই প্রেমের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজন্য তাহারা অসতী, পরপুরুষকে ভালোবাসিয়া এমন সকল কার্য করিয়াছে, এমন নির্ভিকভাবে তাহাদের নায়িকাদের অনুগমন করিয়াছে, যে তাহারা সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের 'মূলীভূত সমস্যা' ও তার 'সমাধান'-এর জন্য লোকসমাজের অন্তর্নিহিত 'সাধনা'র মধ্যে ভারতবর্ষের 'বিরাট সত্য'-কে উপলব্ধি করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন–এর 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লোকসমাজের অন্তর্নিহিত সাধনা সম্পর্কে বলেছেন -

> "বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতর হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবনের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তারা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।"[৮]

আবার লোকদেবদেবীর মধ্যে একটি সমন্বয়বাদী ধারাও আমরা লক্ষ করি। একই দেবদেবীর দুটি সমন্বয়ধর্মী ভিন্ন রূপ – যেমন মুসলমানের কাছে যিনি বনবিবি, তিনিই হিন্দুর কাছে বনদেবী, তেমনি শীতলা দেবী-ওলা বিবি, দক্ষিণ রায়-বড় খাঁ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাজী, কালুগাজী-কালুরায় প্রভৃতি। আর এই সমন্বয়ধর্মী লোকদেবতার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সত্যনারায়ণ-সত্যপীর। এই জনপ্রিয় লোকদেবতা নিজের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে –

"হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।/ যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল।।"[৯]

লোকসমাজের ভিত্তিমূলের ওপরেই নাগরিক-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ক্লাসিক বা চিরায়ত সাহিত্যর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। হোমার বা শেক্সপিয়র বলুন কিংবা কালিদাস বা বাল্মিকী বলুন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকেরা বৃহত্তর লোকসমাজের সমবেত চিন্তন-মনন ও প্রয়াস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বৃহত্তর লোকসমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক নিজ দেশ-কালের প্রেক্ষিতে সেগুলির নতুন রূপ দান করেছেন। চিরায়ত সাহিত্য লোকসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অচ্ছিন্ন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লোকসমাজের সমবেত প্রয়াস (Collectivity)-কে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই লোকসাহিত্যর মতোই চিরায়ত সাহিত্যের আবেদন এবং স্বীকৃতি সর্বজনীন (Unanimity)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, সাহিত্যের ধারক-বাহক ও সমালোচকগণ অনেকসময় এই সত্যটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক আহমদ শরীফের কথা। যিনি একদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে বাঙালি জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সংকরায়ণ ইত্যাদির ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আরোপ করেন অন্যদিকে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত চূড়ান্ত রকমের অবৈজ্ঞানিক। তাঁর মতে,

> "প্রাকৃত বা লোক (Folk) সংস্কার, আচার-আচরণ কিংবা সাহিত্য-শিল্প উঁচুমানের ও পরিমার্জিত হয় না।"[১০]

শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে একটি সাক্ষাৎকারে যখন তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয় যে, একদা তিনি লোকসংস্কৃতিকে 'অক্ষমের সাহিত্য' বলে মনে করতেন, এখনও তাই মনে করেন কিনা। এই প্রশ্নের জবাবেও তিনি আমাদের অবাক করে দিয়ে বলেন,

> "আমি লোকসংস্কৃতিকে আমাদের অজ্ঞতার, অসামর্থ্যের, অশিক্ষার সাক্ষ্য ও নিদর্শন হিসেবে গণ্য করি।"[১১]

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে কতখানি অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, ইতিহাস বোধের অভাব এবং তথাকথিত আভিজাতিক অহংকার থাকলে একজন খ্যাতনামা গবেষকের কলম এবং মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোতে পারে তা ভাবলেই স্তম্ভিত হতে হয়! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লোকসাহিত্যের এই অবমূল্যায়ন থেকে বিরত ছিলেন না। মঙ্গলকাব্যের লোক দেব-দেবী নিয়ে তাঁর অস্বস্তির কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। সে প্রসঙ্গ এখানে বাদ দিচ্ছি। যে প্রসঙ্গটা আনতে চাইছি তা হলো, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু লোকছড়া ও গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিগানের মধ্যে 'উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলংকারের বাহুল্য' লক্ষ করে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে ভবিষ্যতে কবিগানে 'ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা' পাবে।[১২] বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনায় লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত সমাজবাস্তবতার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে রুচি, রসতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বর বিচার। লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও চিরায়ত সাহিত্য, লৌকিক সমাজ ও নাগরিক সমাজের যাবতীয় মূল্যায়ন যেন বাঁধা পড়ছে কতকগুলি যান্ত্রিক শব্দবন্ধে, পরস্পর বিরোধী প্যারাডাইমে, সাংস্কৃতিক মেরুকরণে – সি. পি. স্নো-র বিখ্যাত 'দ্য টু কালচারস্'[১৩] থিয়োরি-র সংস্কৃতির দ্বিখণ্ডনে, অভিজাত-অনভিজাতে, মার্জিত-স্থূলে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, ভদ্র-অভদ্রে, সভ্য-অসভ্যের আপেক্ষিক মানদণ্ডে!

আর অন্যদিকে আছে রাষ্ট্রানুমোদিত অর্থানুকুল্যে লোকসংস্কৃতিকে সাংস্কৃতিক ফসিল (Fossil) বানিয়ে তার বিপণন ও বানিজ্যিকরণ। রাষ্ট্র সেখানে লোকসংস্কৃতিকে প্রয়োজন মাফিক কেটে ছেঁটে, সভ্য ও মার্জিত করে, সুযোগ বুঝে কখনও জাতীয়তাবাদের, কখনও বা ধর্মের রঙে রাঙিয়ে তাকে খোলা বাজারে – গ্লোবালাইজেশনের হাটে বিক্রি করে। বাজার যত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 681 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্বজনীন মানে গ্লোবাল হচ্ছে লোকসংস্কৃতি ততই ধর্মের, জাতের, বর্ণের, কৌমের, গোত্রের ছোটো ছোটো খুপরিতে ঢুকে আধুনিক নাগরিকের ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধন করছে। অথচ লোকসংস্কৃতি বরাবরই শাসকের সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল। শাসক লোকায়তর যূথবদ্ধতাকে, যৌথ প্রয়াসকে বরাবরই ভয় পেয়েছে। শাসক শ্রেণি তার কায়েমি স্বার্থ-কে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, শোষণ যন্ত্রকে চিরস্থায়ী রাখার জন্য সমবেত প্রয়াসকে ভেঙে দিতে চেয়েছে, অনেকাংশে সফলও হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। লোকসংস্কৃতি রাষ্ট্রবিরোধী, সাম্যবাদী, যূথচারী, পুঁজিবিরোধী, কর্পোরেট বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতপাত বিরোধী। হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী। তাই রাষ্ট্র লোকসংস্কৃতির বিকাশে ভয় পায়। তাই তাকে বিকৃত করতে, বিপথে চালিত করতে, বিপণনে মুড়ে ফেলতে সে এত উৎসাহী। তাই পুঁজিবাদ লোকসংস্কৃতিকে শুধু কিনে নিতে আগ্রহী তাই নয়, পুঁজিবাদ সংস্কৃতি 'উৎপাদন' করে 'মাস কালচার'-কে পঙ্গু করে দিতেও চায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে বিখ্যাত মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক থিওডোর ডাব্লিউ. অ্যাডোর্ণো-র 'দ্য কালচার ইন্ডাস্ট্রি' বইটির কথা।[১৪] এই গ্রন্থে অ্যাডোর্ণো দেখিয়েছেন 'মাস কালচার' বা 'জনগণেশ সংস্কৃতি'[১৫] বলতে সাধারণত যা বোঝানো বা দেখানো হয় তার অনেকাংশই আসলে সংহত বা সমষ্টিগত জনসমাজ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উঠে আসা কোনো 'সংস্কৃতি' নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক এর উলটো। শাসক বা পুঁজিবাদ তার 'সংস্কৃতি কারখানা'-য় পরিকল্পনামাফিক সাংস্কৃতিক পণ্য বা মূল্যবোধ 'উৎপাদন' করে জনগণেশের উপর ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়। পাবলিক খায় বলে যা উৎপাদন করা হয় তা আসলে পরিকল্পনামাফিক পাবলিককে খাওয়ানো হয়। আসলে এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-তে উৎপন্ন মূল্যবোধ বা পণ্য দিয়ে শাসকশ্রেণি জনগণেশকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আন্তোনিও গ্রামশিও আমাদের সচেতন করেছিলেন যে রাষ্ট্র কীভাবে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য নিত্য-নতুন ফন্দির জাল বোনে। 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-র ভূমিকাও তাই -

> "সংস্কৃতি কারখানা ধনতান্ত্রিক মতাদর্শগত আধিপত্যের পুনরুৎপাদন করে, শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিচেতনার বিকাশকে প্রতিহত করে, শাসকশ্রেণির পক্ষে সামাজিক সম্মতি ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বানিয়ে তোলে। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনীতিকরণ ঘটিয়ে অথবা সমস্ত প্রতিবাদী শক্তিকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চুপ করিয়ে দিয়ে সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজকে ধ্বংস করে। সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনা, কাঠামো 'কারণ' ও উপরিকাঠামো তার 'ফলাফল' এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী ও অর্থনীতিক নিয়তিবাদী ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে, সংস্কৃতির ওপর ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের, সংস্কৃতির পণ্যায়নের, সংস্কৃতির সূত্রে চৈতন্যের রিইফিকেশনের (অর্থাৎ মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া যে সমস্ত পণ্য সামাজিকভাবে উৎপাদিত হয়) ও পুঁজির শাসনকে মতাদর্শগতভাবে মেনে নেওয়ার – সামাজিক প্রক্রিয়াকে গভীর বিশ্লেষণে সাহায্য করে।"[১৬]

রাষ্ট্রের কাছে 'লোকসংস্কৃতি' হল 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-র অতি লাভজনক একটি পণ্য। এতে শ্যাম আর কূল দুই-ই রক্ষিত হয়। পুঁজিবাদ লোকায়ত সংস্কৃতির যূথবদ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে জাত-ধর্ম-বর্ণ-কৌম প্রভৃতির প্রকল্পিত জাতীয়তাবাদী আত্মাভিমানের রঙিন চাদরে মুড়ে তাকে বাজারজাত করে তোলে। বলাবাহুল্য, পুঁজিবাদের পালে হাওয়া লাগিয়েছে আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে উদ্ভূত বেশ কিছু জ্ঞানতত্ত্ব। বিশেষ করে উত্তর আধুনিকতাবাদ, উত্তর উপনিবেশবাদ, ইকো-নারীবাদ, স্বদেশী বিজ্ঞানবাদ, বিকল্প বিজ্ঞানবাদ, এথনোসায়েন্স ইত্যাদি নামধারী বেশকিছু তত্ত্ব – যারা দাবি করেছিল উপনিবেশবাদের প্রভাবে ভারতীয়দের মগজে যে তথাকথিত 'আধুনিক' ও 'প্রগতিবাদী' চিন্তা গজগজ করছে তা আসলে পাশ্চাত্যের ক্ষমতায়নের প্রতীক, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে না পারলে ভারতীয়দের মুক্তি নেই।[১৭] কিন্তু বাস্তবে ফল হল বিপরীত। স্বদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নামে জাতপাত-ধর্ম-অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, যুক্তিবাদ বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠলো। লোকসংস্কৃতি হয়ে উঠলো এই উত্তর আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব চর্চা ও প্রয়োগের একটি বড়ো ক্ষেত্র। লোকাল নলেজ বা লোক মন-কে জানা বা বোঝার জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হল 'এনলাইটনমেন্ট', 'যুক্তিবাদ', 'আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি' এমন দাবি তারা করলেন। এই অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেন যা বলেছেন তা প্রনিধানযোগ্য -

> "অনুচ্চবর্গের মানুষদের ঘোর বাস্তব দুর্দশাগুলি অতীত কাল থেকে শুরু করে আজকের দিনেও সমানে চলছে। এগুলোর ওপর জোর না দিয়ে কেবল তাদের প্রতি, ইতিহাসে তাদের ভূমিকার প্রতি, মুগ্ধতা দেখালে কিন্তু ওই বঞ্চনার অবসান ঘটানোর কাজকে মোটেই সাহায্য করা হয় না। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে 'আধুনিকতাবাদ'কে বর্জন করার অছিলায় কোনো পদ্ধতিচয়ন যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বকে খাটো করে দেখে, তবে তার ফল ভালো হতে পারে না। ...ভারতের বয়ঃপ্রাপ্ত জনসমষ্টির অর্ধেক (এবং বয়ঃপ্রাপ্তা নারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) এখনও নিরক্ষর। দু-একটি বিশেষ অঞ্চল বাদ দিলে শিক্ষা আর বিজ্ঞানকে ভারতের নাগরিকদের ব্যাপক অংশের মধ্যে নিয়ে যাবার তেমন কোনো সনিষ্ঠ প্রয়াস চোখে পড়ে না। এই ভয়াবহ ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের গুরুত্বকে খাটো করার অর্থ হল অসাম্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে নয়, সপক্ষে কাজ করা।"[১৮]

তাহলে আমাদের লোকসংস্কৃতি চর্চায় গলদ ঠিক কোনখানে? কেন লোকসংস্কৃতির মতো সামূহিক ও স্বতস্ফূর্ত একটি সংস্কৃতি 'We the people' - এর বোধ না জাগিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামী, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার কুজ্বটিকায় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তার উত্তর খোঁজা জরুরি হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মধ্যে লোকসংস্কৃতির সীমানা, স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ছিল। সেই সমস্যা আজও বিদ্যমান। নৃবিজ্ঞান, জাতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখা লোকসংস্কৃতি চর্চারও একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র প্রয়োজন। কোন পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতি চর্চা করা উচিত সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অরুণকুমার রায় -এর একটি প্রস্তাবনাকে এখানে হাজির করতে চাই। অরুণকুমার রায় মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী চেতনার আলোকে লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রস্তাব রেখেছেন। লোকসংস্কৃতি কেন যথার্থ বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারছে না তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন –

> "এই সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে শ্রমপ্রক্রিয়ার অবদান বুঝবার অক্ষমতা ও অস্বীকৃতির মধ্যে। মানব সমাজের যে কোনো উপসৌধ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে, যে শ্রমপ্রক্রিয়া চতুষ্পদী মানুষকে মেরুদণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিপদী হতে সহায়তা করেছিল তাই মানবসমাজের সকল উপসৌধও রচনা করেছে এবং আজও করছে।"[১৯]

ধর্ম, গোত্র, জাতপাতের ঊর্ধে অরুণকুমার লোকসংস্কৃতি-তে বিচার করতে চান 'শ্রেণি'-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই লোকসংস্কৃতির বিচারে তিনি পেছন ফিরে যান সেই আদিম মানব সমাজে - বর্তমান ও আগামীর যোগসূত্র সন্ধানে। তাঁর ভাষা উদ্ধার করেই বলছি –

> "মানবসমাজের এই প্রাথমিক দিনগুলিতে চিন্তা ও ভাষার সাযুজ্যে এবং সমবেত কর্মপ্রয়াসে যে উপসৌধগুলি রচিত হয়েছে তারই উপাদানসমূহ এবং প্রবহমান প্রক্রিয়া বৃহৎ জনসমষ্টির পরবর্তী জীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে, তাকে যৌথজীবনে যৌথসৃষ্টিতে উদবুদ্ধ করেছে এবং কঠিন রক্তক্ষয়ী সামাজিক জীবনযাত্রায় বল সঞ্চার করেছে। এই উপসৌধগুলির চিহ্ন আমাদের যুগে এসেও বিলীন হয়নি। আজও এরা রূপকথা, উপকথা, গীতকথা, বীরগাথা, পুরাণ ইত্যাদির মাঝে নীলকান্ত মণির ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।"[২০]

অরুণকুমার মনে করেন লোকসংস্কৃতি স্থবির নয়, প্রবহমান (ever-flowing & ever-creating)। কেবলমাত্র গ্রামীন সমাজেই লোকসংস্কৃতি বিস্তৃত তা নয়, নগরে বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা-চেতনায়, এমনকি নাগরিক সভ্যতার 'শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির' মধ্যেও লোকসংস্কৃতি বর্তমান। লোকসংস্কৃতির বহিরাবরণে যে ধর্মীয় গন্ধ বা অশ্লীল অভিব্যক্তি তা এর অন্তর্সত্তা নয়, এটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের কলুষমাত্র।[২১] তাই অরুণকুমার রায় মনে করেন লোকসংস্কৃতিকে 'শ্রেণি'-র ভিত্তিতে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে –

> "এই সজীব ও প্রবহমান সাংস্কৃতিক উপাদান ইতিমধ্যেই তার প্রভাব বিস্তৃত করে মূল শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন ও নগর-সভ্যতায় লালিত-পালিত নিরালম্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও জয় করে ভবিষ্যৎ সর্বজনগ্রাহ্য সংস্কৃতি গড়ার কাজে সামিল হয়েছে। আদিম গুহাবাস ও শিকারি জীবন থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত সর্ব অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে সমবেত সৃজন প্রয়াসে একদিন যে সর্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ে উঠবে, তাই হবে লোকায়নের শিখরবিন্দু।"[২২]

Reference:

১. এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধায়। দ্রষ্টব্য : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি – সংশ্লিষ্ট কিছু তত্ত্বগত সমস্যা, চার্বাক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক, সম্পাদক- সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৭৪-৭৮

২. রায়, নীহাররঞ্জন, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ১৯৮২, পৃ. ৮

৩. তদেব, পৃ. ২২

৪. উক্ত নিবন্ধটির বৃহৎ আকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছে ছিলো সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়ের। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি কাজটি সম্পূর্ণ করার আগেই মারা যান। গ্রন্থটির খসড়া পরবর্তীতে সুকুমার সেন -এর প্রস্তাবনা এবং অনিল কুমার কাঞ্জিলাল -এর দীর্ঘ ভূমিকা সমেত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য : Suniti Kumar Chatterji, The Ramayana : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus A Resume, Prajna, Calcutta, 29 May 1978

৫. সেনগুপ্ত, পল্লব, রামকথার লৌকিক-অলৌকিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা উৎসের সন্ধানে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৯০

৬. সেন, অমর্ত্য, পরিচিতি ও হিংসা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৪১-৫৮

৭. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯৮

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, বঙ্গীয় কলাকেন্দ্র, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই

৯. খান, আজাজুল আলি, সমন্বয়বাদী লোকদেবতা সত্যনারায়ণ-সত্যপীর : একটি মূল্যায়ন, অতনু শাশমল সম্পাদিত, পশুপতি শাশমল স্মারকগ্রন্থ -এর অন্তর্ভুক্ত, দোসর পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১৩

১০. শরীফ, আহমদ, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৫

১১. শরীফ, আহমদ, জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৮

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ. ৮৫

১৩. Snow, C. P., The Two Cultures and the Scientific Revolution, The Rede Lecture 1959, Martino Publishing, USA, 2013

১৪. Adorno, Theodor W., The Culture Industry Selected Essays on Mass Culture, Routledge, New York, 1991

১৫. মাস কালচার এর বাংলা অনুবাদ 'জনগণেশ সংস্কৃতি' আশীষ লাহিড়ী কৃত। দ্রষ্টব্য আশীষ লাহিড়ী, কলে-ছাঁটা সংস্কৃতি এবং থিওডোর অ্যাডোর্নো, শারদীয় প্রতিদিন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ২৪০

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ, থিওডোর অ্যাডোর্নো ফ্যাসিবাদের মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতি কারখানার সমালোচনা, নন্দন, কলকাতা, ৪সেপ্টেম্বর – ৪অক্টোবর ২০২৪, পৃ. ১২৬-১২৭

১৭. বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আশীষ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও মতাদর্শ, অবভাস, কলকাতা, জুলাই ২০১১, পৃ. ৪২ - ৫৫; Meera Nanda, Prophets Facing Backward Postmodernism, Science, and Hindu Nationalism, Permanent Black, Delhi, 2011

১৮. সেন, অমর্ত্য, ভারতের অতীত-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, অনুবাদ-আশীষ লাহিড়ী, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, জুন ২০১৮, পৃ. ৩০-৩১

১৯. রায়, অরুণকুমার, লোকায়নচর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৭

২০. তদেব, পৃ. ১৯

২১. তদেব, পৃ. ২২

২২. তদেব, পৃ. ২০-২১